দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN 18 2000 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অনেক কলেজই সিদ্ধান্তটি জানে না॥ পরীক্ষার্থীরা উৎকণ্ঠায়

চলতি বছর নতুন ও পুরনো উভয় সিলেবাসে পৃথক পৃথক প্রশ্নে এইচএসসি পরীক্ষা হবে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

চলতি দু'হাজার সালে নতুন ও পুরনো উভয় সিলেবাস অনুযায়ী পৃথক পৃথক প্রশ্নে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ৪ বছর শেষ হয়নি এমন পরীক্ষার্থীরা পুরনো সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাবে। আন্তঃশিক্ষাবোর্ডের এই সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের কথা দেশের সব কলেজে এখন পর্যন্ত পৌঁছেনি। ফলে '৯৯ সালের অকৃতকার্য বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা বর্তমানে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(প্রথম পাতার পর)

চলতি বছর নতুন

কাটাচ্ছেন।

জানা যায়, দেশের অসংখ্য এইচএসসি পরীক্ষার্থী আজও জানে না তারা আসন্ন পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে কিনা। চলতি দু'হাজার সালে নতুন সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়া হবে। কিন্তু বিপত্তি ঘটেছে '৯৯ সালে ফেল করা বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী নিয়ে। তারা পুরনো সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশোনা করেছে। তাই এ বছর তারা পুরনো সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষায় ক্যাজুয়াল পরীক্ষার্থী হিসাবে অংশ নিতে পারবে কিনা সেটা নিয়ে চলে আসছে দ্বিধাদ্বন্দ্ব। অবশ্য দেশের পাঁচটি শিক্ষাবোর্ড পুরনো সিলেবাস অনুযায়ী পৃথক প্রশ্নে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের কথা কলেজগুলোকে জানিয়েও দেয়া হয়েছে। কিন্তু দেশের অনেক কলেজ এখনও এ কথা জানে না। এমনকি পরীক্ষার্থীদের উদ্বেগ ও অস্থিরতার কথা চিন্তা করে নিজ নিজ এলাকায় অবস্থিত শিক্ষাবোর্ড থেকে এসব কলেজ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানার চেষ্টাও করেনি। শিক্ষাবোর্ডগুলোও এই সিদ্ধান্তের কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করেনি। এর ফলে গত বছর ফেল করা অসংখ্য পরীক্ষার্থী এখনও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এদিকে দেশের অনেক কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দেশের সব কলেজই ইতোমধ্যে টেস্ট পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। ফেব্রুয়ারির মধ্যে সকল কলেজেই ফরম পূরণ শেষ হবে। এই ব্যস্ত মুহূর্তে শিক্ষাবোর্ডগুলোর সিদ্ধান্তটি ফেল করা সকল পরীক্ষার্থী অবগত হতে না পারায় তাদের মানসিক অস্থিরতা বাড়ছে। পরীক্ষার পড়াশোনা ও প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটছে। শিক্ষাবোর্ডগুলোর সিদ্ধান্ত না জানা ফেল করা পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ কলেজে যোগাযোগ করলে অনেক কলেজই অজ্ঞতা প্রকাশ করছে। এতে ভেঙ্গে পড়ছে পরীক্ষার্থীরা। অভিভাবকদের দুশ্চিন্তাও বাড়ছে।

ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের সেক্রেটারি প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ জনকণ্ঠকে বলেন, একই সঙ্গে দুই সিলেবাসে পরীক্ষা নেয়া ঝামেলাপূর্ণ হলেও আন্তঃশিক্ষাবোর্ড পরীক্ষার্থীদের মূল্যবান সময়ের কথা চিন্তা করে '৯৯ সালে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের পুরনো সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের কথা দেশের সকল কলেজকে জানানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ফরম পূরণের ঠিক আগেভাগে এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বের আর কোন অবকাশ নেই।

যশোর শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবিএম আব্দুস সাত্তার বলেন, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে '৯৯ সালে ফেল করা পরীক্ষার্থীরা পুরনো সিলেবাস-অনুযায়ী দু'হাজার সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।